মুফতী মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী

করোনাকালীন সমস্যা ও তার শরয়ী বিধান

[কুরআন ও হাদীসের আলোকে]

করোনাকালীন সমস্যা ও তার শরয়ী বিধান

[কুরআন ও হাদীসের আলোকে]

রচনা
মুফতী মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী
সাবেক প্রধান : দারুল ইফতা, আল্লামা বানুরী টাউন
করাচি, পাকিস্তান।
উসতাযুল হাদীস ওয়াল ফিকহ : দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

বঙ্গানুবাদ
মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান
তাকমীল : মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর, ঢাকা।
ইফতা : মারকাযুল বুহুস আল ইসলামিয়া, মিরপুর, ঢাকা।

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২১

করোনাকালীন সমস্যা ও তার শরয়ী বিধান
[কুরআন ও হাদীসের আলোকে]

রচনা : মুফতী মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী
বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ নূরুয্যামান

ভাষা সংশোধন : আহসান ইলিয়াস

প্রকাশক : মুহাম্মদ ইসহাক
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী, বাংলার প্রকাশন
রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ

স্বত্ব : সংরক্ষিত

মূল্য : ২৮০ টাকা মাত্র

না য রা না

আজকের এ আনন্দঘন মুহূর্তে হৃদয়-সাগরে যাদের জন্য কৃতজ্ঞতার ঢেউ উঠেছে, তারা আমার মহান আসাতিজা কেরাম, যাদের ছায়ায় থেকে দু'হরফ শেখার ও লেখার তাওফীক হয়েছে।

বিশেষত বারবার যে মহান মানুষটির কথা মনে পড়ছে, স্নেহের পরশ দিয়ে বহুবার যিনি আমায় মুগ্ধ করেছেন, তিনি আমার প্রাণপ্রিয় উসতাযে মুহতারাম। সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন, যেদিন হুজুর ফোন করে বলেছিলেন, 'আমি হজের সফরে রওনা করেছি'। আমার সারা দেহে তখন যেন এক বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। হজের সফরে বেরিয়ে আমার মতো অযোগ্যকে হুজুর স্মরণ করেছেন! এ আমার সৌভাগ্য!

হে পরোয়ারদেগার, হাদীসে পড়েছি, তুমি তো আরো মহান। তোমার দয়া তো আরো বেশি। না, বরং তোমার দয়া অসীম। এভাবে একদিন তুমিও কি...

আজ এ মুহূর্তে এ স্মৃতি কেন আমাকে বিহ্বল করে তুলল, জানি না। কাগজ তো ভোলে না। তাই কাগজের বুকেই গচ্ছিত রাখলাম, হৃদয়ের মণিকোঠায় বহুদিন লালন করা এ স্মৃতি।

হুজুরের আন্তরিক পরামর্শ ও স্নেহপূর্ণ অনুপ্রেরণায় আজ লেখালেখির এতটুকু পথ আসার সৌভাগ্য হয়েছে। সুতরাং আজকের এ নাযরানাটুকু হুজুরের করকমলে তুলে দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।

— অনুবাদক

অনুবাদকের আরজ

মহান আল্লাহর দরবারে কোন ভাষায় শুকরিয়া জানাব, জানি না। বিলম্বে হলেও 'করোনাকালীন সমস্যা ও তার শরয়ী বিধান' এখন মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত। সুতরাং সকল তা'রীফ একমাত্র তাঁর জন্য।

ছোটবেলা থেকে কোনো বই পেলে আমি প্রথমে পড়ি তার লেখক বা অনুবাদকের কথা। আমার মনে হয়, লেখক বা অনুবাদকের কথা হচ্ছে বইয়ের মুখাবয়ব বা পরিচয়পত্র। সুতরাং কোনো কিতাব অনুবাদের পর 'অনুবাদকের আরজ' লেখার আগ্রহ থাকাটা বোধ করি খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু এ বইয়ের শুরুতে অনুবাদকের আরজ লেখার আগ্রহ আমার যতখানি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে ভয়। প্রথমত এ কারণে যে, চাটগামী সাহেব হুজুরের কিতাবের শুরুতে আমার লেখা থাকবে, এ যেন রেশমি রুমালে চটের তালি। দ্বিতীয়ত ভূমিকায় যা লিখতে হয়, তা হুজুর নিজেই তার ভূমিকায় গুছিয়ে বলে দিয়েছেন। সুতরাং এরপর আমার বলার কিছু নেই। তাই স্থির করেছিলাম কিছু লিখব না। কিন্তু মুফতী ইসহাক ভাইয়ের (প্রকাশক) আদেশ পালনার্থে লিখতে হল।

আসলে আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি হযরত মাওলানা মুফতী আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব হুজুরের মতো এত বড় ব্যক্তির কোনো কিতাবে কাজ করতে পারব। এটা আমার জন্য সত্যিই অনেক বড় সৌভাগ্য। এ সৌভাগ্যকে আমি আমার নাজাতের অসিলা মনে করি। বইটির কাজের সুবাদে আরো যে প্রাপ্তি আমার হয়েছে তা হল হুজুরের সাক্ষাৎ। হুজুর পাকিস্তান থেকে এসেছেন প্রায় বিশ বছর হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে আমি কখনো হুজুরকে দেখিনি। এ কাজের সুবাদে দু' দু'বার হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে।

বইটি অনুবাদের জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল অনেক আগে। কিন্তু নানা কারণে কাজ শেষ করতে বিলম্ব হয়েছে। এজন্য

পাঠকবর্গের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাইছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল উর্দূ কিতাব থেকে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন, শেষের বিশদ আলোচনা-দু'টি শুরুতে আনা হয়েছে। বিষয় বা কথার পুনরাবৃত্তি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে হাদীস ও আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট করার এবং উপস্থাপনাকে সহজ ও সাবলীল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সবই করা হয়েছে হুজুরের সরাসরি অনুমতিক্রমে।

আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, সুন্দর একটি অনুবাদ উপহার দিতে। তবে নিজের দুর্বলতা ও যোগ্যতার অভাবের অনুভূতি অবশ্যই আমার আছে। সুতরাং কতটুকু পেরেছি, সে বিচার বিজ্ঞ পাঠকের হাতে। তবে আমার অনুরোধ থাকবে, কোথাও কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে অবশ্যই অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করব।

মুহাম্মদ নূরুয্যামান
দেশান্তরকাঠি, বিবিচিনি,
বেতাগী, বরগুনা।

২৮ শা'বান, ১৪৪২
রাত : ১১টা ১০ মিনিট।

লেখকের উর্দূ সংস্করণের ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، اما بعد

গত বছরের (১৪৪১ হিজরি) শা'বান ও রমযান মাসে দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার পক্ষ থেকে চলমান 'করোনা ভাইরাস' সম্পর্কে আমি কিছু ফতোয়া লিখেছিলাম। কয়েকজন বিজ্ঞ মুফতী সাহেবও তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

অনেকগুলো ফতোয়া জমা হওয়ার পর কতিপয় সুহৃদ আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, লেখাগুলো বই আকারে মুদ্রিত হলে বহু মানুষ উপকৃত হতে পারবে। এর দ্বারা আকীদা ও আমল উভয় অঙ্গনে সংশোধনযোগ্য বহু বিষয় সামনে আসবে এবং সাধারণ মানুষের অনেক ভুল শুধরানো সহজ হবে।

প্রস্তাবটি আমার কাছে উপকারী মনে হল। তাই একটি ভূমিকা লিখে বই আকারে ছাপার অনুমতি দিলাম। মহান আল্লাহ একে কবুল করুন।

প্রথম কথা এই যে, সমস্ত জগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনিই সবকিছুর রক্ষাকর্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার পবিত্র সত্তা সবচেয়ে মহান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ وَّهُوَ الۡوَاحِدُ الۡقَهَّارُ

> (হে নবী) আপনি বলে দিন, আল্লাহই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, যিনি এক ও মহাক্ষমতাধর।[১]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ وَّكِیۡلٌ

> আল্লাহই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। আর তিনিই প্রতিটি জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক।[২]

---

[১১] সূরা রা'দ, আয়াত ১৬

[২] সূরা যুমার, আয়াত ৬২

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

> তিনিই আল্লাহ, যিনি একমাত্র সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি একমাত্র যাবতীয় আত্মার সৃষ্টিকর্তা, যিনি যাবতীয় আকৃতি ও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা।[৩]

উপর্যুক্ত এবং এ-জাতীয় আরো বহু আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, গোটা সৃষ্টিজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তার কোনো শরীক নেই। তিনিই প্রতিটি জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক। ক্ষুদ্র থেকে আরো ক্ষুদ্র কোনো বস্তু যেমন তার ক্ষমতার বাইরে নয়, তেমনি বড় থেকে আরো বড় কোনো সৃষ্টিও তার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নয়। আসমান-যমীন, লওহ-কলম, আরশ-কুরসী এবং জল-স্থলের প্রতিটি বস্তু, প্রাণী কিংবা জড়, সব তার ক্ষমতার অধীন।

সুতরাং সমস্ত রোগ ও তার প্রতিষেধকও মহান আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তার আদেশেই রোগ আসে, আবার তার আদেশেই ঔষধ কাজ করে এবং রোগ সেরে যায়। কোনো ঔষধ যেমন তার আদেশ ছাড়া কাউকে আরোগ্য দিতে পারে না, তেমনি কোনো রোগও তার আদেশ ছাড়া কোথাও যেতে বা আক্রমণ করতে পারে না। বরং সব তারই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তারই আদেশের অনুগত।

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন সর্বাধিক মর্যাদা। এমনকি ঊর্ধ্বজগতের অদৃশ্য সৃষ্টি ফেরেশতাকুলকে মানবের সেজদায় অবনত করেছেন। আর পৃথিবীতে চলার জন্য দান করেছেন কিতাব ও সুন্নাহ এবং তা অনুধাবনের জন্য দান করেছেন সুস্থ বিবেক। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিত সর্বাগ্রে সে তার অন্তরে এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, এক আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা ও অধিকর্তা। তারপর বাস্তবে এ বিশ্বাসের প্রতিফলনস্বরূপ কুরআন ও হাদীস অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে।

আমাদের পূর্বসূরি মহান সাহাবায়ে কেরাম এ বিশ্বাসই লালন করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিলেন। তাই সবচেয়ে সফলভাবে

---

[৩] সূরা হাশর, আয়াত ২৪

তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে'।

সুতরাং আমরা যদি তাদের মতো বিশ্বাস রাখতে পারি, তাদের মতো ঈমান অর্জন করতে এবং সেমতে জীবন চালাতে পারি, তাহলে আমাদেরও ইহ-পরজগতে কোনো দুর্ভাবনা থাকবে না। 'করোনা ভাইরাস' বা কোনো আযাব আমাদের কাছে আসবে না। তাই আসুন, নিজেরা সংশোধন হই, অন্যদেরও উৎসাহিত করি। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন।

এবার 'করোনা ভাইরাস' সম্পর্কে কিছু শরয়ী বিধান ও ধর্মীয় নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এ অনুযায়ী চলতে পারলে আমাদের সব ভয় ও শঙ্কা কেটে যাবে।

মনে রাখতে হবে, আমরা যদি নিজেদের সংশোধন না করি, তাহলে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। এ মহামারি নিজে নিজে বিদায় তো নেবেই না, বরং টেনে আনবে আরো শত আযাব। একের পর এক নতুন নতুন নাম নিয়ে আযাব আসবে। আল্লাহ সবধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ওয়াস সালাম
বান্দা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী
(আফাল্লাহু আনহু)
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৫ জিলহজ, ১৪৪১

লেখকের বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শোকর, বর্তমান বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমার লিখিত *موجودہ کرونا وائرس اور اس کے شرعی احکام* এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মূলত এটি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর, যা বিভিন্ন স্থান থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমি কুরআন ও হাদীসের আলোকে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

বেশ কিছু ফতোয়া জমা হলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ফতোয়া বিভাগে তা পাঠানো হয়। অনেকেই উত্তরগুলো পছন্দ করেন এবং কিতাব আকারে ছাপার অনুরোধ জানান। ফলে আমার স্নেহের ছাত্র মুফতী মুহাম্মদ ইসহাক তার প্রকাশনী 'মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ' থেকে ফতোয়াগুলোকে একটি কিতাব আকারে প্রকাশ করে।

এরপর বিভিন্ন মহল থেকে কিতাবটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশের অনুরোধ আসতে থাকে। আমরাও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তাই অনুবাদের কাজ শুরু করা হয় এবং আমার অনুমতিসাপেক্ষে অনুবাদের বিন্যাস ও উপস্থাপনায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। মূল কিতাবের সাথে অনুবাদকে মিলিয়ে দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

করোনা ভাইরাস বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের মনে নানা ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আমি আশা করি, খোলা মনে মনোযোগ সহকারে কিতাবটি পাঠ করলে অনেক ভুল ধারণার অপনোদন হবে ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদের কিছু অংশ আমি অনুবাদকের মুখে পাঠ করিয়ে শুনেছি। মাশাআল্লাহ, অনুবাদ সহজ, সাবলীল ও সুন্দর হয়েছে। দোয়া করি, আল্লাহ এই কিতাব দ্বারা বাঙালী পাঠকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এটিকে নাজাতের উসীলা বানান। আমীন।

বিনীত

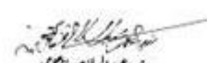

মুহাম্মাদ আবদুস সালাম আফাল্লাহু আনহু

৭ শা'বান, ১৪৪২

সূচিপত্র

প্রথম অংশ : প্রবন্ধ
করোনা ভাইরাস বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

করোনা ভাইরাস ও ইসলামের নির্দেশনা ১৯
হাদীসের ব্যাখ্যা : নিষেধাজ্ঞার কারণ ২২
মহামারি বা কোনো রোগের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই ২৩
সঠিক আকীদা নিয়ে রোগে মারা গেলেও শহীদ ২৩
মরণব্যাধি কাফেরদের জন্য আযাব ও মুমিনদের জন্য রহমত ২৫
ভাইরাস বা সংক্রামক ব্যাধির আকীদা খণ্ডন ২৬
মুসলমানদের জন্য রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা করানো সুন্নাত ২৭
দুনিয়াতে সব রোগ মুমিনদের জন্য গুনাহ মাফের বড় মাধ্যম ২৮
বিপদের ফযীলত ৩০
রোগ ও দুর্যোগ মোকাবিলা করতে চাওয়া নির্বুদ্ধিতা ৩০
মুমিন আল্লাহর বিশেষ বান্দা, ক্ষমা পেয়েই যায় ৩১
তাওবা খাঁটি হওয়া আবশ্যক ৩২
ইবাদত নিয়ে ঠাট্টা বা তাচ্ছিল্য জঘন্য অন্যায় ৩৩
মরণব্যাধি মুমিনদের জন্য রহমত হওয়া সম্পর্কে হাদীস ৩৪
হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৫
রোগীর সেবাকারীর ফযীলত ৩৭
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে এ দোয়া পড়লে সুস্থ হয়ে যায় ৩৭
অসুস্থ ব্যক্তির যত্নকারীদের ফযীলত সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস ৩৮
এ বিষয়ে আরও কিছু হাদীস ৪১
যেকোনো রোগে মারা গেলে গোসল ও কাফন-দাফন দেওয়া সাওয়াব ও ইবাদত ৪৩
অসুস্থদের জন্য শরীয়তের নির্দেশনা ৪৫
রোগ সম্পর্কে মুমিন ও কাফেরের বিশ্বাস ও কর্মের ভিন্নতা ৪৬
দুর্বল আকীদার মুমিনদের কর্তব্য ৪৭
রোগের ভয়ে ইবাদত ও চিকিৎসা বর্জন করা উচিত নয় ৪৭
আকীদা সংশোধন করা জরুরী ৪৮

করোনায় দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি ৪৮
অমুসলিমদের নির্দেশনা ও ইসলাম ৪৯
স্বাস্থ্যসংস্থার নির্দেশনা কখন গ্রহণযোগ্য ৫০
স্বাস্থ্যসংস্থার নির্দেশাবলি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ ৫১
১. জুমার নামাযে দশজনের সংখ্যা নির্ধারণ সঠিক নয় ৫১
২. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঁচজনের সংখ্যা নির্ধারণ সঠিক নয় ৫২
৩. নামাযের কাতারে এক গজ দূরত্ব রেখে দাঁড়ানোর নির্দেশনা সঠিক নয়..... ৫৩
শেষকথা ৫৬
মসজিদ ও জামাতের নামায সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৫৭
মসজিদ আল্লাহর ঘর ৫৭
পৃথিবীর প্রথম মসজিদ পবিত্র কাবার ইতিহাস ৫৭
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত ৫৮
মসজিদই সবচেয়ে উত্তম স্থান ৬০
মসজিদে দুনিয়াবী কাজ করা জায়েয নয়..৬০
মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সাওয়াব..৬১
মসজিদে যাতায়াতকারীদের সাথে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক হয় ৬৩
মসজিদে বসে তাসবীহ-তাহলিল পাঠের ফযীলত............................৬৩
বাইতুল্লাহ ও অন্যান্য মসজিদে নামায আদায়ের ফযীলত....................৬৪
মসজিদে বসে থাকলেও নামাযের সাওয়াব ৬৬
মসজিদ কারা আবাদ করবে?..৬৬
মসজিদ শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান ৬৭
মসজিদ ইবাদতের স্থান, সুতরাং উন্মুক্ত রাখা হোক ৬৭
শুধু মসজিদ কেন বন্ধ করতে হবে? ৬৮
ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করতে হবে ৬৯
জামাতে উপস্থিত না হওয়া সম্পর্কে হাদীসের কঠোর ধমক ৬৯
জামাতের প্রতি আল্লাহর নবীর গুরুত্ব ৭০
জামাতের নামাযের ফযীলত ৭১
কাতার সোজা করা এবং মিলানোর গুরুত্ব ও ফযীলত ৭৩
শরয়ী ওজর ছাড়া মসজিদে আদায় না করলে নামায অসম্পূর্ণ থাকে..... ৭৫
জামাত ও জুমায় উপস্থিত না হওয়ার ওজর ৭৭
করোনা ভাইরাস ওজর হতে পারে কি? ৭৮
লকডাউন ও ইসলাম ৭৯
জামাতের নামাযে নিষেধাজ্ঞা আরোপ অনেক বড় জুলুম ৭৯
মসজিদ ধ্বংস ও আবাদ করার অর্থ ৮০
মসজিদ বন্ধ করা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত..৮২

দ্বিতীয় অংশ : প্রশ্নোত্তর
করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার দালিলিক উত্তর

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন............................৮৭
উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ৯০
১। রোগের উৎস-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর ৯০
পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থা থেকে শিক্ষা... ৯১
মহামারি সম্পর্কে আল্লাহর নবীর নির্দেশনা....................................... ৯২
মহামারি আক্রান্ত-এলাকায় যেতে নিষেধ করার কারণ ৯৩
নিজ এলাকায় মহামারি দেখা দিলে অন্যত্র যেতে নিষেধ করার কারণ ... ৯৩
মহামারিতে আক্রান্তদের সেবা ও চিকিৎসার বিধান.............................. ৯৪
মহামারিতে আক্রান্ত হওয়া ও মারা যাওয়া সম্পর্কে ইসলামী আকীদা ৯৪
কাফের ও মুসলমানদের জন্য রোগ-ব্যাধির হেতুগত পার্থক্য ৯৫
মহামারি থেকে কাফের-মুশরিকদের বাঁচার কোনো পথ আছে কি? ৯৬
আল্লাহর আযাবের মোকাবিলা করা যায় না ৯৬
একটি সুন্দর উপমা ৯৭
প্রতিরোধ নয়, মুক্তির একমাত্র উপায় তাওবা....................................... ৯৭
প্রথম করণীয়, আল্লাহর কাছে ফিরে আসা ৯৭
তাওবার নামে ঠাট্টা করা উচিত নয় ৯৮
দ্বিতীয় করণীয়, নবীর শিক্ষা অনুসারে চলা ৯৮
মহামারি দেখা দিলে মুসলমানদের করণীয়... ৯৯
মহামারির সময় মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইসলামের বিধান ১০২
মসজিদ সম্পর্কে হাদীস ও তার শিক্ষা... ১০২
মসজিদের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ১০৫
কাদের জন্য মসজিদে না যাওয়ার সুযোগ আছে? ১০৭
মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ১০৭
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ২ ....১১০
উপর্যুক্ত প্রশ্ন-দুটির শরয়ী সমাধান..১১১
দুনিয়ার সব মসজিদ মানুষের সমবেত হওয়ার স্থান ১১৫
বিনা ওজরে জামাত বর্জনকারী সম্পর্কে হুঁশিয়ারী ১১৫
ইসলাম ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধির আকীদা সমর্থন করে না ১১৬
সন্দেহ নিশ্চিত বিষয়কে দূর করতে পারে না ১১৭
নামাযের কাতারে দূরত্ব রেখে দাঁড়ানো শরীয়ত-পরিপন্থি ১১৮
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ৩ ....১২১
উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ১২৩

গুনাহ্ কার হবে?..১২৬
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ৪ ....১২৭
উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর..১২৯
আক্রান্ত-এলাকায় যেতে কেন নিষেধ করা হয়েছে?....................১৩২
ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা মুসলিমজাতির আনন্দ উৎসবের দিন ১৩৪
নবীযুগে ঈদ ১৩৪
সাহাবীদের যুগে ঈদ..১৩৫
ঈদের নামায সম্পর্কে হাদীস ১৩৬
ঈদের নামায সম্পর্কে কতিপয় ফিকহী কিতাবের উদ্ধৃতি ১৩৭
ঈদের দিনের কিছু সুন্নাত ১৩৮
ঈদগাহসংক্রান্ত কিছু সুন্নাত ১৩৯
ঈদের নামায ও খুতবাসংক্রান্ত কিছু সুন্নাত ১৩৯
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ৫ ....১৪১
উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর..১৪৩
'উলিল আমর' দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? এর দ্বারা কাদের আনুগত্য ওয়াজিব?....১৪৪
ইসলামী শাসকের আনুগত্য ১৫০
অনৈসলামিক শাসকের আনুগত্য..১৫০
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ৬ ....১৫৩
উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর..১৫৪
আমার ও দেওবন্দের ফতোয়ার মধ্যকার সংঘর্ষ নিরসন ১৫৪
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ৭..১৫৯
উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর..১৬০
করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক উত্তর..১৬৩
আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা এই..১৫৮
ইসলামে সংক্রামক ব্যাধির আকীদার অবকাশ কেন নেই? ১৭৩
কাফেরদের উপর আযাব কেন আসে? ১৭৪
মরণব্যাধিতে আক্রান্ত-এলাকার জন্য জরুরী ১৭৭
সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের কিছু নিবেদন ১৮০
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন ও শেষকথা ১৮৩
জামাতের গুরুত্ব, কাতার বেঁধে দাঁড়ানো এবং তারাবীহর নামায ও রমযানে কুরআন খতমের বিধান..১৮৪
জামাতের গুরুত্ব ১৮৪
জামাতের নামাযে কাতার বেঁধে দাঁড়ানোও সুনানে হুদার অন্তর্ভুক্ত এবং আমলের বিচারে ওয়াজিব..১৮৬
রমযান মাসের ফযীলত ১৮৭
তারাবীহ নামায সুন্নাত ১৮৭

প্রথম অংশ : প্রবন্ধ

করোনা ভাইরাস বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

করোনা ভাইরাস ও ইসলামের নির্দেশনা

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। যথা :

এক. প্রথম কথা, সুস্থতা যেমন মানুষের জন্য আল্লাহর নেয়ামত, তেমনই অসুস্থতাও নেয়ামত। তবে অসুস্থতা আসে মানুষের অবস্থা সংশোধন এবং গুনাহ মাফ করানোর জন্য।

দুই. দ্বিতীয় কথা, দুনিয়াতে যত রোগ-ব্যাধি আছে, সব আল্লাহর সৃষ্টি। সব রোগ আল্লাহর নির্দেশেই আসে এবং তার আদেশ মেনে চলে।

তিন. আর তৃতীয় কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিটির প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। একদিকে তিনি রোগের মধ্যে রেখেছেন মন্দ প্রভাব ও অসুস্থ করার শক্তি, অন্যদিকে ঔষধ ও চিকিৎসার মধ্যে রেখেছেন ভালো প্রভাব এবং সুস্থ করার শক্তি। সুতরাং রোগ ও ঔষধ উভয়টিই সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশে নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। তাঁর আদেশ না হলে কোনোটিরই কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

পবিত্র কুরআন ও আল্লাহর নবীর হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে এ তিনটি কথাই স্পষ্টভাবে জানা যায়। যেমন :

সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

> আল্লাহ যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটির জন্য প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন।[৪]

মুওয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

[৪] সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৬৭৮

أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء

যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন।[৫]

এক হাদীসে আরও আছে,

قالوا يا رسول الله أنتداوى قال نعم تداووا فإن الله عزوجل لم ينزل داء إلا أنزل له الشفاء

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি চিকিৎসা করাব? নবীজি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা চিকিৎসা করাও। কেননা আল্লাহ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটির জন্য ঔষধও সৃষ্টি করেছেন।[৬]

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنى في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم، ولا خترقوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو، الخ (موطأ مالك ٤٧٦)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে জাতির মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণা দেখা দেবে, আল্লাহ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয় ঢেলে দেবেন। যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে যাবে, তাদের মধ্যে মৃত্যুও ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে। আর যে জাতি ওজনে বেশকম করবে, আল্লাহ তাদের রিযিক সংকীর্ণ করে দেবেন। যে জাতি অন্যায় বিচার করবে, (আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানের বিপরীতে জুলুম ও অন্যায় বিচারের অভ্যাস করবে) তাদের মধ্যে খুনখারাবি ও রক্তপাত বেশি ঘটবে। যে জাতি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দেবেন।[৭]

---

[৫] মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস : ১৬৮৯

[৬] তাবারানী, হাদীস : ৪৭৮

[৭] মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস : ৯৮১